কালের কণ্ঠ

তারিখ ··20 JAN 2014···
পৃষ্ঠা ··· কলাম ···

অনেক মাদ্রাসায় সব বিষয়ের বই যায়নি

শরীফুল আলম সুমন ▶

উৎসব পালন হয়ে গেছে চলতি মাসের ২ তারিখে। অথচ গতকাল রবিবার পর্যন্ত অনেক ইবতেদায়ি ও দাখিল মাদ্রাসায় সব বিষয়ের বই পায়নি শিক্ষার্থীরা। কিছু মাদ্রাসায় কয়েকটি শ্রেণীর কোনো বই পৌঁছেনি। অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও পৌঁছেনি কয়েকটি বিষয়ের বই। যদিও সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দাবি, প্রায় শতভাগ বই বিদ্যালয়গুলোতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কয়েকটি প্রিন্টিং প্রতিষ্ঠানকে সক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ দেওয়ায় এখনো বই পাচ্ছে না অনেক ইবতেদায়ি ও দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। বেশির ভাগ বই ছাপানোর দায়িত্ব পায় আনন্দ প্রিন্টার্স, বলাকা প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশার্স, জনতা, কচুয়া প্রিন্টার্স এবং স্টুডেন্ট পাবলিকেশন্স। এর মধ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সময়মতো বই সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠান সবেমাত্র কাজ শেষ করেছে। এ অবস্থায় বই উৎসবের পর ১৭ দিন পার হয়ে গেলেও অনেক শিক্ষার্থীর হাতে এখনো বই তুলে দেওয়া যায়নি।

কিছু প্রতিষ্ঠান সবে ছাপা শেষ করেছে

যশোরের মণিরামপুর উপজেলার মহাদেবপুর জয়নগর দাখিল মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট জসিম উদ্দিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমার মাদ্রাসায় তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বই এখনো পৌঁছেনি। কিছু পুরনো বই জোগাড় করে আমরা ক্লাস চালিয়ে নিচ্ছি। প্রতি শ্রেণীতে প্রায় ৫০ জন করে শিক্ষার্থী রয়েছে। নতুন বই পাওয়ার আনন্দ এসব শিশুর মধ্যে নেই।' শিক্ষা অফিস থেকে বলা হয়েছে, কিছু বই এখনো এসে পৌঁছেনি। আসামাত্রই আমরা খবর দেব।'

খোদ রাজধানীর পূর্ব গোড়ান আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুর রাজ্জাক তালুকদার বলেন, 'আমরা চাহিদার ৭০ শতাংশ বই পেয়েছি। বিশেষ করে বিজ্ঞান বিভাগের বই পাইনি। দুই দিন আগেও একজন শিক্ষককে বই আনার জন্য পাঠিয়েছিলাম। তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে—গোডাউনে বই নেই, পরে দেওয়া হবে। কবে বাকি বই পাব তাও নির্দিষ্ট করে জানানো হচ্ছে না।'

এনসিটিবি চেয়ারম্যান প্রফেসর শফিকুর রহমান অবশ্য বই সময়মতো ছাপা না হওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, 'ইতিমধ্যে আমরা সব বই পেয়ে গেছি। তবে কিছু শর্ট বই থাকে যেগুলো হয়তো পৌঁছেনি। আবার একটি উপজেলায় তিন-চারটি প্রতিষ্ঠানের বই একসঙ্গে ট্রাকভর্তি করে পাঠানো হয়। সে জন্যও দু-একটি বিষয়ের বই বাকি থাকতে পারে। ছাপানো ও বাঁধানোর সময়ও কিছু বই নষ্ট হয়। সেটা পরে ছাপিয়ে দেওয়া হয়। এ জন্য কিছু বইয়ের ঘাটতি হতে পারে। সামগ্রিকভাবে এটা কোনো সমস্যা নয়। প্রতি বছরই এমনটা হয়।'

এনসিটিবির বিতরণ বিভাগের নিয়ন্ত্রক মোস্তাক আহমেদ ভূঁইয়া বলেন, 'সব উপজেলায় মাদ্রাসার বই পৌঁছেনি এ কথা সত্য নয়। কেবল কয়েকটি উপজেলায় বই পৌঁছেনি। এর মধ্যে রয়েছে কুড়িগ্রামের উলিপুর, মাদারীপুরের কালকিনি, টাঙ্গাইল সদর, নেত্রকোনা সদর ও চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলা। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থেকে কিছু বই সরবরাহে দেরি হওয়ায় এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তবে এখন আমরা সব বই হাতে পেয়ে গেছি। যেখানে বই পৌঁছেনি আগামী দুই-তিন দিনের মধ্যেই তারা পেয়ে যাবে।'

বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির মহাসচিব আ ফ ম শাহ আলম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'রাজনৈতিক বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের কাজ শেষ করতে হয়েছে। তাই কারো কারো সামান্য দেরি হতে পারে। আবার কিছু বই নষ্ট হয়ে গেছে। সেগুলোও পুনরায় ছাপাতে হয়েছে। তাই কিছু প্রতিষ্ঠানের সমস্যা হয়েছে। এত বড় কাজের ক্ষেত্রে সামান্য সমস্যা হতেই পারে।'